Vol. 38 | No. 3 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ভাষায় অনার্য শব্দ

Volume	38
Issue	3
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকুল ইসলাম
Published online	June 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i3.2
Pages	55-66
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ৩

Check for updates

বাংলা ভাষায় অনার্য শব্দ

রফিকুল ইসলাম

বাংলা ভাষা মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও শব্দ-বিচার ও অন্যান্য বিবেচনায় এর উপর অনার্য প্রভাবও লক্ষণীয়। বর্তমান নিবন্ধে রোডিং প্রণীত *A Santal Dictionary* (১৯২৯), ক্যাম্‌বেল্‌স প্রণীত *Santal English Dictionary* (১৮৮৮) ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রণীত *A Comparative Study of Santali and Bengali*—গ্রন্থত্রয় অবলম্বনে বাংলা ও সাওতালি ভাষার কিছু প্রাসঙ্গিক দিক তুলে ধরা হয়েছে॥

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক

নরওয়ের খ্রিস্টান মিশনারি বোডিং দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন সাঁওতালদের মধ্যে; শুধু ধর্মপ্রচারে নয়, সাঁওতাল সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, ভাষা ইত্যাদি অনুশীলনে এবং সে-সম্পর্কিত রচনাবলি প্রকাশে। সাঁওতালদের সম্পর্কে বোডিং-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ একটি অভিধান।

বোডিং প্রণীত সাঁওতাল ভাষার এই অভিধান মোট পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত। পাঁচটি খণ্ড প্রকাশে সময় লেগেছে ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ। অভিধানটি প্রকাশ করেছে নরওয়ের অসলো শহরে অবস্থিত *নরওয়ে একাডেমি অব সায়েন্স এন্ড লেটারস্*। ছাপার খরচ এইচ এ বেনেচেস্ ফান্ড থেকে বহন করা হয়েছে।

অভিধানটির প্রথম খণ্ড তিন ভাগে প্রকাশিত; বাকি তিন খণ্ড তিন ভাগে। প্রথম খণ্ড তিন ভাগে প্রকাশের কারণ আর্থিক। বোডিং-এর সাঁওতাল অভিধানটির বিপুল কলেবর প্রকাশক-সংগ্রহে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সে-অসুবিধা দূর করার জন্যে বোডিং প্রথম ছোট ছোটো তিনটি *ভল্যুমে* প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করেন। পরের খণ্ডগুলো প্রকাশে সে-বিঘ্ন অপসৃত হয়েছিলো।

প্রথম খণ্ডটি তিনভাগে প্রকাশিত: প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ১৫৪; প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯২৯। এই ভাগে 'অ' শব্দাবলি সংকলিত। দ্বিতীয় ভাগে পৃষ্ঠা ২৮৫; প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২২, ১৯৩০, 'ব-ভ' শব্দাবলি। তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২১১; প্রকাশ অক্টোবর ৩১, ১৯৩২; 'চ-ছ' শব্দাবলি। প্রথম খণ্ডে মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৫২। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৮; প্রকাশ জুলাই ৯, ১৯৩৪, 'দ'ঘ' শব্দাবলি। তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৫২; প্রকাশ জানুয়ারি ৪, ১৯৩৪, 'হ-খ' শব্দাবলি। চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৫০; প্রকাশ অক্টোবর ২১, ১৯৩৫, 'ল-ফ' শব্দাবলি। অভিধানটির চারখণ্ডের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৭০০-র অধিক। সম্পূর্ণ অভিধানটি তিন সহস্রাধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত।

উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসীদের 'সাঁওতাল' নামকরণ বা 'সাঁওতালি' নামে তাদের ভাষাকে অভিহিত করা বিদেশিদের কাজ। অবিভক্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় যে সাঁওতালদের বসবাস, তারা কোল বা মুণ্ডা নামেও পরিচিত। স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন এবং ম্যাক্সমূলার 'মুণ্ডা' নামটি ব্যবহার করেন। সাঁওতালরা নিজেদের বলে 'হোড়' অর্থাৎ 'একজন মানুষ'; তারা তাদের ভাষাকে বলে 'হোড় রোড়' অর্থাৎ 'মানুষ্যভাষা বা কথা'। তারা ছোট নাগপুর পার্বত্য অঞ্চলে আগমন করে দেড়শো থেকে দু'শো বছর আগে। পাহাড়ি জমিদাররা অরণ্য সাফ করার জন্যে তাদের বসতি স্থাপন করিয়েছিলো। সাঁওতালদের সম্পর্কে বা সাঁওতাল ভাষায় প্রথম কিছু রচনা প্রকাশনার কৃতিত্ব ব্যাপটিস্ট ধর্ম-প্রচারক রেভারেন্ড জে ফিলিপ্স-এর প্রাপ্য। উড়িষ্যাবাসী এই বিদেশি ধর্মযাজক ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে *An Introduction to*

Santal Language প্রকাশ করেন। সাঁওতাল ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দাবলি সম্পর্কিত এই গ্রন্থে বাংলা ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের পর 'সাঁওতাল পরগণা' নামে নতুন একটি জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন থেকে সাঁওতালদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের তৎপরতা বেড়ে যায়।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'চার্চ মিশনারি সোসাইটি'র রেভারেন্ড ই এল পাক্সলি *A Vocabulary of the Santali Language* সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এ-গ্রন্থ থেকে খ্রিস্টান মিশনারিরা সাঁওতাল ভাষার জন্য বাংলা হরফ ব্যবহার বন্ধ করে রোমান হরফ ব্যবহার করতে শুরু করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকরণ রেভারেন্ড এল ও স্ক্রেফস্‌রুডস্‌-এর *A Grammar of the Santal Language* প্রকাশিত হয়। এ-ব্যাকরণটি সাঁওতাল ভাষা সম্পর্কে পরবর্তী প্রত্যেকটি কাজকে প্রভাবিত করেছে। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এন্ড্রু ক্যাম্পবেলস্‌-এর সাঁওতাল ভাষার অভিধান। ক্যাম্পবেলের অভিধান বস্তুতপক্ষে স্কচ মিশনারিদের যৌথ প্রয়াসের ফল। স্ক্রেফস্‌রুডস্‌ সাঁওতাল ভাষার একটি অভিধান প্রণয়নের জন্যে শব্দ-সংগ্রহ শুরু করেছিলেন, পি ও বোডিং যখন ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করতে আসেন। তখন স্প্রেফস্‌রুডস্‌ তাঁকে তাঁর "সাঁওতালি-ইংলিশ" শব্দসম্ভার "ইংলিশ-সাঁওতালি"তে পরিবর্তন করতে অনুরোধ জানান। এ-কাজের মধ্য দিয়েই বোডিং সাঁওতালি ভাষার কাজ শুরু করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বোডিং সাঁওতালি ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজ শেষ ক'রে স্ক্রেফস্‌-এর অনুরোধে সাঁওতালি অভিধান রচানার কাজে হাত দেন। বোডিং-এর এ-কাজের ভিত্তি ছিলো স্ক্রেফস্‌রুডস্‌-সংগৃহীত সাঁওতালে ভাষার ১৩,০০০ শব্দের একটি তালিকা, তার সঙ্গে বোডিং ক্যাম্পবেলের অভিধান এবং তাঁর নিজস্ব সংগ্রহও যুক্ত করেন। বোডিং-এর অভিধানে যে-সব শব্দ সংকলিত, তার সবই যে সাঁওতালি শব্দ তা নয়; সাঁওতালদের ব্যবহৃত সমস্ত আর্য বা বিদেশি ভাষার কৃতঋণ শব্দ ছাড়াও বহু কোল, মুণ্ডা, কোলহে, কেওয়ারি প্রভৃতি অনার্য শব্দ অভিধানটিতে গৃহীত হয়েছে। ক্যাম্পবেলের অভিধানে মানভূম-সাঁওতালদের শব্দের প্রাধান্য ছিলো, তার সঙ্গে বোডিং শুধু যুক্ত করেছেন সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালি শব্দাবলি। মেদিনীপুর এবং উত্তর-বঙ্গের সাঁওতালদের শব্দও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

বোডিং তাঁর অভিধানের কাজ শুরু করেন ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে, শুরুতে তিনি স্ক্রেফস্‌রুডস-এর অনুকরণে দেবনাগরী হরফ অনুযায়ী শব্দ সাজাতে থাকেন: প্রথম স্বরধ্বনি, পরে কণ্ঠ, তালব্য ইত্যাদি ব্যঞ্জন। দু'বছর ওই পদ্ধতিতে কাজ করার পরে বোডিং রোমান হরফের ক্রম অনুসরণ করেন। মধ্যখানে বিশ বছর বোডিং-এর অভিধানের কাজ বন্ধ ছিলো। পরে তিনি ১৯২৪ তেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটানা কাজ ক'রে এ-কাজ সমাপ্ত করেন। তিনি তাঁর সমস্ত সংগ্রহ বারবার সাঁওতালদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেন; যদিও তাঁর শব্দাবলি সংগৃহীত প্রধানত সাঁওতালদের মুখ থেকেই। তিনি এক-একটি শব্দের বিবিধ অর্থ বা তাৎপর্য ছাড়াও

তাদের ব্যাকরণিক ব্যবহার এবং নৃতাত্ত্বিক ও ব্যুৎপত্তিগত পরিচয়ও দান করেছেন। বোডিং-এর আভিধানে রোমান হরফের এই ক্রম অনুসারে শব্দ-সংকলিত :

a, a, b, bh, c, (ć), ch, d, dh, d, dh, e, dk, e, g, gh, h, i, j, jh, k, (K) kh, I, m, n, nh, ń, (n), o, o, o, p, (p), ph, r, (r), s, t, (t́), th, t, th, u, (v, w,) y.

একটি শব্দের সাহায্যে বোডিং-এর অভিধানে শব্দের তাৎপর্য ও ব্যবহার পর্যালোচনার উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে :

Abga, adv, v. m. n. Empty, devoid of, empty handed, only, alone, exclusively, be without, out of stock. `Abgagen hec ena'.. I came empty handed. 'Uni do abga kuritae', he has only girls (no sons); `noa atore do abga hor menakkoa'. in the village there are exclusively Santals `okoe noa dak dope aguketa, abga lost. Which one of you has brought this water, it is only mud; 'thamakur don abgagea', I am devoid of, have no tobacco.

লক্ষণীয়, বোডিং শুধু শব্দার্থ দিয়ে ক্ষান্ত হননি, বাক্যে শব্দটির বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগও দেখিয়েছেন। যে-সব শব্দ কৃতঋণ, সে-সব ক্ষেত্রে মূলভাষার উল্লেখও রয়েছে। বোডিং সরলতার খাতিরে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি ব্যবহার না ক'রে রোমান হরফ ব্যবহার করায় শব্দগুলোর উচ্চারণ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। সর্বোপরি স্বরধ্বনির সানুনাসিকতার নির্দেশ না থাকায় শব্দগুলোর ধ্বনিগত তাৎপর্য ক্ষুন্ন হয়েছে। বোডিং সাঁওতালি ভাষার অভিধানে সাঁওতালদের ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত শব্দ (কৃতঋণ-জাত শব্দ সহ) গ্রহণ করাতেও কিছুটা গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। এ-অভিধানে বহু বাংলা, হিন্দি এবং অন্যান্য আর্য বা বিদেশী ভাষায় শব্দ স্থান পেয়েছে। অভিধানটিতে যদি শুধু অনার্য শব্দ গ্রহণ করা হতো, তাহলে ভালো হতো। ওই সব অসঙ্গতি সত্ত্বেও পি ও বোডিং-এর সাঁওতাল ভাষার অভিধানটি উপমহাদেশের অনার্য ভাষার পঠন-পাঠন ও গবেষণার জন্যে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই সাঁওতালী ভাষার অভিধানে বেশ কিছু বাংলা শব্দ রয়েছে, কিছু উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে :

abalok. Childless. Senseless. বাং আ + বালক

abalok. Loss. ruin, waste, spoil. injure বাং অবস্থা

ac. Heat. warmth. fierceness. sevirity. passion. বাং আঁচ

acka, unconcerdness, secure, unconcerned, unprepared, unforseen, unexpected, unaware, sudden, আঞ্চলিক বাং আচকা
achap, a shower of heavy rain, বাং আছাড় (পড়ে যাওয়া)
achra, Dense, many close together, sow paddy, বাং আছড়া
adat, who has not lost the milk tuth, Imderage বাং অদন্ত
adla, Half a pice, বাং আধলা
adol, Right, power, authority, jurisdiction, take possesions বাং আদল
adar, pride, arrogance, be fastidions, praoud adot, custom, usage, বাং আদত
adon, shltter, fence, couer, shield, বাং আড়ং
ae, Estimation, means, বাং আয়
aeboe, Estimate, examine, suitable, বাং আয় ব্যয়
ah uh, int of pain, regret or lament, বাং আহ্ উহ্
akari, a dragging rope, বাং আকড়ি
aladha, separate, different, separate, বাং আলাদা
amol, possession, charge, order, time, বাং আমল
ana gona, come and go, frenentuisit বাং আনাগোনা
andhar, Darkness, বাং আন্ধার,
apnar, self, oneself, own বাং আপনার
aprod, Inausgression, sin, বাং অপরাধ
aphod, calamity, disaster, misfortune, বাং আপদ
aram, Rest, relief, ease, বাং আরাম
arjon, earning, produce, বাং অর্জন
ar ki, and what বাং আর কি ?
arombo, Begining, Commencement, বাং আরম্ভ
argara, a cattle pound, prison বাং আড়গোড়া
arat, a ware house, বাং আড়ত
asol, real, true, genuine বাং আসল
atar, attar of roses, বাং আদর।

দুই

এনড্রু ক্যাম্পবেলস্ *Santal-English Dictionary*-র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছিলেন, সাঁওতালি ভাষা প্রায় ১৫ লক্ষ (১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে) মানুষের ভাষা, যারা বাংলার (অবিভক্ত) সীমান্ত অঞ্চলে প্রায় ৮৫০ মাইল এলাকা জুড়ে বসবাস করে, যে

অঞ্চলটি বাংলার গঙ্গা নদী থেকে উত্তর প্রদেশের বৈতরণী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। সাঁওতালদের বসবাস বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাগলপুর, মুঙ্গের, সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, বাঁকুরা, হাজারীবাগ, মানভূম, মেদিনীপুর, সিঙ্‌ভূম, ময়ূরভঞ্জ ও বালাসোর জেলায়। সাঁওতাল ভাষা মুণ্ডা বা কোল ভাষাবংশের শাখা এবং ঐ ভাষাবংশের শাখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উন্নত। এই ভাষা উচ্চারণ এবং প্রবাদ-প্রবচনে কিছু বৈচিত্র্যসহ ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকায় কথিত হয়। উত্তর সাঁওতালি ভাগলপুর, মুঙ্গের, সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, বাঁকুরা, হাজারীবাগ এবং মানভূম অঞ্চলের অধিকাংশ সাঁওতাল আদিবাসি গোষ্ঠীর ভাষা এবং দক্ষিণ সাঁওতালি অপেক্ষা পরিশীলিত; সে জন্য উত্তর সাঁওতালিকে মান-ভাষা বিবেচনা করা হয়। দক্ষিণ সাঁওতালি ভাষা মেদিনীপুর, সিঙ্‌ভূম, ময়ূরভঞ্জ ও বালাসোর অঞ্চলে অর্থাৎ বাংলা ও উড়িষ্যা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে উপভাষা বা উপভাষাগুচ্ছরূপে ব্যবহৃত হয়।

অভিধানে শব্দের পদ পরিচয় নির্দেশিত থাকে। কিন্তু সাঁওতালি ভাষার অধিকাংশ শব্দের ক্ষেত্রে পদ-নির্দেশ অসম্ভব। কারণ সাঁওতাল ভাষায় শব্দের ধাতু বা মূল-এর মধ্যেই কেবল পদের ধারণা বা সংকেত অন্তর্নিহিত। এই অভিধানে কোল এবং অন্যান্য ভাষা থেকে ব্যুৎপন্ন শব্দের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়নি, কারণ যে সব অনার্য ভাষা দ্বারা সাঁওতালি ভাষা প্রভাবিত সে সব ভাষা সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত সীমিত। আর্য ভাষা থেকে আগত শব্দসমূহকেও পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়নি; সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত সব শব্দকেই বিবেচনা করা হয়েছে। সাঁওতাল ভাষা যে সব ভাষার সংস্পর্শে এসেছে তাদের প্রায় সবগুলি দ্বারাই সে প্রভাবিত এবং অপর ভাষার শব্দ গ্রহণের ক্ষমতা এ ভাষার খুবই বেশি। সাঁওতাল ভাষার ওপর বিভিন্ন বিহারি উপভাষার পরেই বাংলা উপভাষার প্রভাব-পরিবর্তীকালে বাংলা ভাষার প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; ঐ প্রভাবের কারণে বিহারি-সাঁওতালি এবং বাঙালি-সাঁওতালির মধ্যে সামান্য উপভাষাগত পার্থক্য সূচিত হয়েছে। বিহারি-সাঁওতালিতে বিহারি ভাষার হ্রস্ব অ এবং বাঙালি-সাঁওতালিতে হ্রস্ব ও ধ্বনির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সাঁওতালি ভাষার নিজস্ব লিপি নেই; সেজন্য রোমান লিপি বিভিন্ন চিহ্নসহ এই অভিধানে ব্যবহার করা হয়েছে।

ক্যাম্পবেলস্-এর সাঁওতাল অভিধানের তৃতীয় সংস্করণের (১৯৩৩) ভূমিকায় পি.ও.-বোডিং এর সাঁওতাল অভিধানের উল্লেখ রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ২য় সংস্করণের সম্পাদক আর এম ম্যাকফাইন উল্লেখ করেছেন, এই অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৩৩) প্রকাশের পর নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ৫ খণ্ডে প্রকাশিত পি.ও. বোডিং-এর গুরুত্বপূর্ণ *A Santal Dictionary* প্রকাশিত হয়েছে। এই সাধারণ প্রয়াসটি কোনোপ্রকারেই ঐ অভিধানের সঙ্গে মেধা ও সামগ্রিকভাবে প্রতিযোগিতার জন্যে নয়। তবে যেহেতু অধিকাংশের পক্ষে বোডিং-এর অভিধানটি সংগ্রহ বা ব্যবহার করা দুষ্কর সে কারণেই 'সাঁওতাল খ্রীস্টান কাউন্সিল' ক্যাম্পবেলস্-এর অভিধানটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ক্যাম্পবেলস্-এর সাঁওতাল অভিধানটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে পরিমার্জনার সময় বোডিং এর

অভিধানটির সহায়তায় বহু পরিবর্তন সাধন করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত সাঁওতাল ভাষার মধ্যে অনেক উপভাষাগত পার্থক্য লক্ষিত এবং সাঁওতাল পরগণার দুমকা অঞ্চলের উপভাষাকে মান-ভাষারূপে বিবেচনা করা হয় এই অভিধানে। ক্যাম্পবেলস্ -এর সাঁওতাল অভিধানটির (আর.এম. ম্যাকফাইল সম্পাদিত) সম্প্রতি একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছে (১৯৮৮) কলিকাতার ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লি। ক্যাম্পবেলসের এই অভিধানটি থেকে কিছু উদাহরণের সাহায্যে বিভিন্ন শব্দের অর্থ নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি-পরিবার প্রভৃতি সম্বন্ধে কিভাবে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তা বোঝা যাবে :

Aben. You two, There is also a curious use of the dual, when only one person is in Question. A man and his wife use the dual to their respective fathers in law, and sisters in law, and vice versa. eg, A man will say to his father in law *calakben*, instead of *calakme*, cf also for curious use of the plural.

Abo, abon. We, including person addressed. I and you, We and you, opp, to ale—I and they.

There is also a curious use of the plural when only one person in Question. Fathers in law and mothers in law use the plural to each other, though addressing only one person.

e.g. The husbands father says to wifes father, *calakpe* instead of *ealakme*, also *calakale*, or *calakabo*, although only the speaker is going away. This usage is also observed among certain relations of the parents in law.

Acraele bonga. A spirit supposed to preside over the interests of the parents of a married woman. If she surreptitiously carries away anything from the house of her parents to her own home the *Acrale bonga* accompanies the goods, whatever they may be, and makes his persence and displeasure felt by bringing sickness, death, upon the household. To prepitiate him and induce him to return to his own domain is a work of some difficulty, involving, at times, rather costly sacrifices.

Ada To season, especially with salt, diffuse througout, improegrate with sufficiently, to suffice.

Utare buluh ada akana se ban? Is the relish properly salted?

Bulun ban adalena, The salt did not suffice (was not in sufficient quantity)

Samun ban adalen tina. There was not enough oil far my purpose.

Noa darhara har baen adalente hako bako armaraolena. This pool has not been sufficiently poisoned, and so the fish were not overpowered.

তিন

সম্প্রতি প্রয়াত শ্রী ব্যোমকেশ চক্রবর্তির *A Comparative Study of Santali and Bengali* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সাঁওতাল ও বাংলা ভাষার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ রয়েছে, উভয়ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, পদক্রম, অর্থতত্ত্ব, বাগ্‌বিধি সাহিত্য এবং শব্দভাণ্ডার পর্যালোচনার মাধ্যমে। সাঁওতাল ভাষা অস্ট্রিক ভাষাবংশের অন্তর্গত এবং আর্য-পূর্ব যুগ থেকে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় রেখে বাংলা ভাষার সঙ্গে সহ-অবস্থান করে টিকে রয়েছে। ড. ব্যোমকেশ চক্রবর্তি সাঁওতাল ও বাংলা ভাষার পারস্পরিক প্রভাব অনুসন্ধান করেছেন। ড. চক্রবর্তি অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাবংশের যে কুলজি প্রদান করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র :

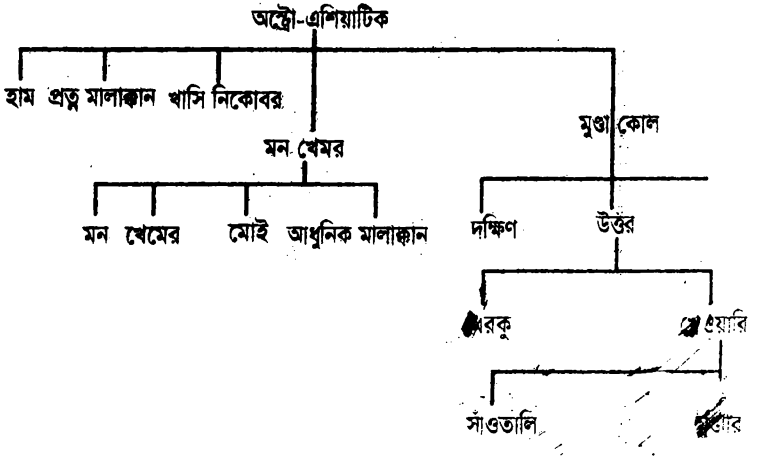

ব্যোমকেশ চক্রবর্তি তার গ্রন্থে সাঁওতালি ও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অভিন্ন শব্দাবলির একটি তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকায় শব্দের শ্রেণি নির্দেশিত তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, ফার্সি, আরবি, ইংরেজি, দেশী প্রভৃতি অভিধায়। ঐ তালিকায় অনার্য উৎস থেকে বাংলা ও সাঁওতালি ভাষায় আগত নিম্নোক্ত দেশী ও ধন্যাত্মক শব্দের তালিকা রয়েছে।

দেশী শব্দ :

আজ্ঞা, আধ খেচড়া, অকাট, আটক, আলাঝালা, আলু, আড়ি, আটাআটি, অঢেল, বাছা, বজড়া, বাতা, বেলনা, বেটা, ভরসা, ভাটি, ভীড়, ভিটা, ভজঘট, ভোন্দা, ভোদাই, ভোর, ভরকানো, ভুড়ি, ভোট্‌কা, ভুটকি, বিগড়ান, বেটি, বোবা, বোঝা, বল্লম, বোড়ো (ধান), বউনি, বুট, চড়চাপড়, চাল (ছাদ), চালচুলা, চম্পট, চূড়া, চারা, চাষ, চাটাই, চাতান, চাটা, ছাকনা, ছালা, ছন, ছেওড়া, ছোড়া, ছাপাও, ছাপিয়ে, ছাটা, ছাতি ফাঁটা, ছ্যাচোর, ছ্যাঁক, ছোলা (সাফ করা), ছিনাল, ছিটকিনি, ছিটা, ছোট, চকচক, ছুটা, ছুটি, চুটকি, ছিলিম, চিপা, চিট, চিঠি, চোয়াড়, চোখা, ছোক্‌লা, চোঙ্গা, চুপসানো, চুয়ানো, চুচি, চুক (ভুল), চুলবুল, চুলা, চুপ, চুড়ি, চোষা, দাবাদাবি, দাবানো, দাদা, ডাগর, ডাগরডোগর, ডাক, ডাকা, ডাকসাইটে, ডাকু, ডাল ভালা, ধামা, ডামাডোল, দাঙ্গা, ভাঙ্গা, দাপাদাপি, ডেরা, ধাক্কা, ঢাল, ঢালা, ধাপ, ধর (অঙ্গ), ঢালা, দুরমুজ, ঢেলা, ঢেঙ্গা, ঢেউ, ঢের, ঢেকি, দ্রিপি, ধোপ, ঢোল, ধমকানি, ধমক, ঢোড়া (সাপ), ঢুমসি, দিদি, ডোবা, ডাবা, ধোঁকা, দল, ডোল, দলাদলি, দমাদম, দঙ্গল, ডোর (বাঁধন), ডর, ডুঙ্গি, এড়ানো, গাঁ, গণ্ড (গ্রাম), গাব, গাবানো, গারাও, গাদ, গাদা, গালি, গালগল্প (গল্প), গণ্ডা, গাঁজা, গড়, ঘেঁষাঘেষি, ঘাঁটা, ঘাঁটাঘাঁটি, ঘেরা, ঘোগ, ঘোল, ঘোরানো, ঘোরাঘোরি, ঘুরন্ত, ঘোরাফেরা, ঘুরপাক, ঘুষ, গোবর, গোদা, গোজ, গুজি, গজাল, গোল, গোলা, গোলাঘর, গলায়, গল্প সল্প, গণ্ডগোল, গড়, গড়পরতা, গোটা, গুটানো, গুছানো, ঘুড়ি, গোমরানো, গুড়া, মুনশি, গুড়, গুলানো, হাঁকাহাঁকি, হাঙ্গর, হাঁপানো, হেঙ্গলা, হুড়া, হুড়াহুড়ি, হুড়কা, জাব, জাবর, জাঁকজমক, জলপাই, জালা, জঞ্জাল, ঝগড়া, ঝঞ্ঝাট, ঝাঁঝর, ঝাঁপ, ঝাঁপড়ি, ঝুপরি, ঝাড়, ঝাড়া, ঝাড়ন, ঝিল, ঝিঙ্গা, ঝাড় (ঝোঁপ), ঝাপসা, ঝোড়া, ঝোঁক, ঝিম, জেখি (মাগ) জোট, ঝুড়ানো, জুড়ি, কচলানো, কদু, কলি (ঠাণ্ডা), কলি, কাঙ্গাল, কপচানো, কাটারী, খাবলা, খাঁইখাই, খাল, খামচানো, খামচা খামচি, খাঁচা, খাঁজ, খাপ, খুঁড়ি, খড়ি, খোশ (পাঁচড়া), খাটুনি, খাটা, খাটাও, খেদা, খিচুরি, খিলান, খিলি, খেলি, খিড়কি, খোঁচা, খোজ, খোজা, খোল, খোরা, খোঁড়া, খসড়া, খোটা, খোলা, খোলাখুলি, খুঁটি, খোঁটা, খুপি, খুপরি, খুঁটাখুঁটি, কিল, কিলাকিলি, কিরা, কচাল, কোন্দল, কোড়া, করঞ্জা, খটাশ, কয়াল, কুচা, কুঁকড়ানো, কুলান, কলু, কুলি,

কুড়ি, কুড়ে, কুটা, খুটিনাটি, লহনা, লেঙ্‌টা, লেঙ্‌টি, নেংটি, লাপটানো, লাপটালাপটি, লেন্‌ড়া, ন্যাটা, লণ্ডভণ্ড, লোট, লুচ্চা, মচকানো, মগরা, মাক্‌রি, মাকু, মিনমিনা, মিসি (কালো), মেথি, মোচড়ানো, মোচড়ামুচড়ি, মোটা, মোটকা, মোটামুটি, মোটাসোটা, মুড়া,মরাই, নিক্তি, নিড়ানো, নিরেট, নুনু, পাগল, পাগলা, পাগলি, পাণ্ডা, পারব, পাঁঠা, পাঁঠি, ফাঁক, ফাঁকি, ফাঁদ, ফটক, ফেচাঙ, ফের, ফেরা, ফেরাফেরি, ফিটকিরি, ফোঁকলা, ফুঁকলি, ফোক্কা, ফোঁকরা, ফোরা, ফর্সা, পুঁচকে, ফোকর, পিঁড়ি, পিটা, পেটা, পগার, পন (৮০), পুদিনা, রগড়ারগড়ি, রগড়ানো, রাণ্ডি, রঞ্চা, রোলা, রোড়া রোজরোজ, নুড়ি, সাবাড়, ছাঁচ, শাঁকআলু, শ্যামখোল (পাখী), ছানা, সাপ্টা, সাঁটা শিল, শিটকে, খুলি (১০ সের), সুতি, তাড়া, তাগড়া, তালা, টাঙানো, টোপড়, তাড় (বান্ডিল), তাড়াহুড়া, টাটানো, টাটি, টাটকা, টাট্টু, টেকা, ঠেকানো, ত্যাঁদোর, ট্যাংরা টের, টেড়া, ঠগ, ঠাণ্ডা, থাপ, ঠাসা, ঠাটা, ঠাটবাট, ঠেকনা, ঠেকা, ঠেলা, ঠেলাঠেলি ঠেঙাঠেঙি, ঠেস, ঠেসাঠেসি, ঠিক, ঠিকা, ঠিকাদার, ঠিকানা, ঠিকড়ানো, ঠিকঠাক চিঠি (চিল্লা), ছিপি, ঠোকরানো, ঠোঙা, থুতনি, ঠোকা, ঠোকাঠুকি, ঠুটা, থুতি, টিকা টেকা, টিকলি, টিলা, টিপ, টোকনা, টোনা, টুলি, তোর (স্রোত), টোটা, তোৎলা, টুকরা, টোকরাটুকরি, টুকরি, আড়ি, উজাড়, উলোট, উল্টা, উল্টানো, উল্টানোপাল্টানো, উড়ি (ধান), উসানো, উটকানো, উটকানো।

ধন্যাত্মক শব্দ :

অ্যাঁঅ্যাঁ, বক্‌বক্, বাকবাকুম, ব্যাচব্যাচ, ভক্‌ভক্, ভ্যানভ্যান, ভ্যাঁভ্যাঁ, ভ্যানভান, ভোঁভোঁ, ভ্যাজভ্যাজ, ভেউভেউ, ভোসভোস, ভটভট, ভুসভুস, বক্‌বক্, বকরবকর, চক্‌মক্, চম্‌কানো, চন্‌মন্, চট্‌পট্, চটপাট, ছিছি, চিক্‌চিক্, চিড়বিড়, চিৎপটাং, চকচকানো, ছোত্, চুটচুট্, ধুমধাম, ঢুপ্‌ঢুপ্, ধরমর, ঢরাস, ধরপর, ধরফর, দাউদাউ, ঢক্‌ঢক্, ঢপ্‌ঢপ্, ঢুক্‌ঢুক্, ঢুড়াঢুড়ি, ধূপধূপ, দুবদুবি, ডুগডুগি, গরগর, গড়গড়া, ঘসরঘসর, ঘিনঘিন, খুসখুস, গরগর, গোঁঙা, গোঁগা, গুবগুব, গুড়গুড়, সুড়সুড়, সুড়সুড়ি, হাহা, হড়াস, হুড়হাড়, হাউহাউ, হেচকি, হাম্বাহাম্বা, হুয়া হুয়া, হুড়হুড়, হুহু, হুল্লোড়, হুড়ুমদুড়ুম, যবযব, যবযবে, ঝক্‌মক্, ঝক্‌মক্, ঝল্‌মল্, ঝালর, ঝম্‌ঝম্, ঝজরঝমর, ঝন্‌মন্, ঝাপট, ঝাপ্টা, ঝরঝর,ঝটাস, ঝটপট, ঝিকিমিকি, ঝিন্‌ঝিন্, ঝিরিসিরি, ঝুনাঝুনি, কাঁইকাঁই, কন্‌কন্, ক্যাঁওক্যাঁও, কাঁওম্যাও, কড়কড়, খুটখাট, কিচিমিচি, কিচিরমিচির, কিচিকিচি, কিস্‌কিস্, কিটকিট্, খিট্‌খিট, কুকু, খুখু, কুচুরকুচুর, খুড়ুসখুড়ুস, কুটকুট, লাকলাক,লাটপাট, লটরপটর, লেলানো, মচ্‌মচ্, মুচুরমুচুর, অগরবগর, আগরমবাগরম, পটপট, পটাস্, ফর্‌ফর্, খাড়ফাড়, ফুসুরফুসুর, ফুসফুস, ফটাফট, ফটরফটর, ফন্‌ফন্, ফুফু, ফুক্‌কুক্, ফুসলানো, পিচিরপিচির, পিচকারি, বাওবাও, সপসপ, সাইসাঁই, সটসট, শিরশির, সোড়সোড়,

সুরসুর, তোড়বোড়ানো, তড়বড়, তেঁতে, থরথর, ঠকঠক, ধুনধুনি, ধুস্, তিলতিল, টিপটিপ, টলমল, তরতর, টুবটুব, টুটু, এবড়ো খেবড়ো।

ঐ তালিকার শেষে ব্যোমকেশ চক্রবর্তি মন্তব্য করেছেন :

> From the above it is seen that so far as vocables are concerned Bengali has influenced Santali to a great extent. Still many words like "gor, gonda, bonga etc" seem to have come to Bengali from Munda languages, It cannot be easily ascertained that Santali 'dare' (a tree) has come from Indo-Aryan 'daru' and Santali 'cere' from Hindi 'Ciriya'. Many words like these require our special study and research in future.

ব্যোমকেশ চক্রবর্তির *A Comparative Study of Santali and Bengali* গ্রন্থটির নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জিতে সাঁওতাল ভাষার নিম্নোক্ত অভিধান ও ব্যাকরণের উল্লেখ রয়েছে :

Skrefsrnd, Rev. L.O: *A Granmar of the Santali Language* (Benaras), 1873.

Bodding, Rev. P.O: *Materials for a Santali Grammar*, Parts I and II (Dumca), 1930

Bodding, Rev. P.O: *A Santali Grammar for Beginners* (Bengaria) 1952

Macphail, Rev. Dr. R.M: *An Introduction to Santali*, part I and II (Bengaria), 1953

Bodding, Rev. P.O: *A Santali Dictionary* in 5 volumes. (Oslo), 1933

Campbells, Sir George : *Santal-English Dictionary*, Part I and *English-Santal Dictionary*, Part II (Bengarid), 1953

Skrefsrud, Rev. L.O. *Horkoren Mare Hapramko Reak'katha*

Culshaw, W.J.: *Tribal Heritage* (A study of the Santat), (London), 1945

Dutta-Majumdar, N.: *The Santal* (A study in culture change) (Calcutta), 1956

Murmu. Pandit Raghunath: *Saotali Varna Parichaya* (in OL cemet seript) May urbanj

প্রসঙ্গক্রমে, বাংলা ও মুণ্ডা ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্কে *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থ থেকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মন্তব্য প্রাসঙ্গিক :

> বাঙ্গালা ও মুণ্ডা ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা কেবল ঋণ গ্রহণ নয়, বরঞ্চ গভীরতর প্রভাবের পরিচয় দেয়। বাঙ্গালা দেশের পশ্চিম প্রান্তে ও তাহা অতিক্রম করিয়া আরও দূরবর্তী প্রাচ্যে মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর প্রচলন দেখা দেয়। পূর্বদিকে ব্যবহৃত খাসি ভাষার সহিতও মুণ্ডা ভাষার সম্পর্ক আছে। আরও পূর্বদিকে উপমহাদেশের সীমা ছাড়াইয়া মোন্-খমের, পালৌং, সেমাঙ, সাকাট ও নিকোবরী ভাষার অস্তিত্ব দেখা যায়। মুণ্ডা ও খাসী ভাষার মত এই সকল ভাষাও অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত। ইহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা হয় যে, বর্তমানে যে ভূভাগে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, তাহা এককালে অস্ট্রিক ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলের অংশ ছিল। ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বাহিরে যেমন অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনসমাজকে সরাইয়া দিয়া বা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিব্বতী-বর্মী ও তাই ভাষাভাষী জনগণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই বাঙ্গালাদেশে এবং সম্ভবত: উত্তর ভারতের অন্যত্রও অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনসমাজ আর্যভাষীদের নিকট নিজেদের দখল ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার অস্ট্রিক ভাষীরা বাঙ্গালা ভাষায় কেবল তাহাদের বাক্‌ভঙ্গীর ছাপই রাখিয়া যায় নাই, ইহার শব্দকোষেও প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বহু শব্দ যোগ করিয়াছে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব বলতে মূলত মুণ্ডা প্রভাবকে বুঝিয়েছেন। তিনি দ্রাবিড় প্রভাবকে গুরুত্ব প্রদান করেননি। কিন্তু মুণ্ডা ভাষাবংশের সাঁওতাল ভাষা ও বাংলা ভাষার পারস্পরিক বা আঞ্চলিক (areal) প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ব্যোমকেশ চক্রবর্তির গ্রন্থেই পাওয়া যায়। যদিও তিনি সাঁওতাল ভাষার ওপর বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রভাবের কথাই বলেছেন, বাংলা ভাষার ওপর সাঁওতাল ভাষার নয়। বাংলা ও সাঁওতাল ভাষার উভয় শব্দভাণ্ডারে যে অভিন্ন অনার্য ধন্যাত্মক শব্দ পাওয়া যায় সেগুলি আঞ্চলিক প্রভাবজাত না Substratum থেকে আগত তাও গবেষণার বিষয়॥